Journal of ELT and Education
ISSN (Print): 2618-1290, ISSN (Online): 2663-1482
2025, Volume 8, Issue 4, Page: 141-145
Center for Academic Research and Development (CARD)

সেলিনা হোসেনের *জলবতী মেঘের বাতাস* গল্পগ্রন্থে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতার স্বরূপ

মোঃ তুহিন হাসান*

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের জগতে সেলিনা হোসেন এক কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব। *জলবতী মেঘের বাতাস* তাঁর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ। গল্পকার তৎকালীন নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতার চিত্র শিল্প সফলতার সঙ্গে এই গ্রন্থে অঙ্কন করেছেন। এই গল্পগ্রন্থের ১০ টি গল্পের মধ্যে নয়টি গল্পই নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনকেন্দ্রিক। পাঠ নির্ভর আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গল্পগুলোর নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সচ্ছলতার জন্য সংগ্রাম, বঞ্চনা, প্রেম, অন্তর স্পর্শহীন দাম্পত্য সম্পর্ক ও সন্তানের জীবনে তার প্রভাব, আদর্শ ও মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপোসহীন মানসিকতা ও প্রচেষ্টা, নিঃসঙ্গতা, পলায়নপর মানসিকতা, স্বপ্ন ও আশাবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

মূলশব্দ: *জলবতী মেঘের বাতাস*, নাগরিক, মধ্যবিত্ত, জীবন বাস্তবতা

সেলিনা হোসেন (জন্ম: ১৯৪৭) বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার। তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *জলবতী মেঘের বাতাস* (১৯৭৫)। এই গ্রন্থের গল্পগুলো ১৯৭০-১৯৭৪ সালের মধ্যে রচিত। তাঁর *জলবতী মেঘের বাতাস* গল্পগ্রন্থে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের বিচিত্র জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট শিল্পিত রূপ লাভ করেছে। নগরের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি, সুখ-দুঃখ ,আনন্দ-বেদনা-যন্ত্রণা, দাম্পত্য সঙ্কট, কর্মহীনতা বা জীবিকার সঙ্কট, অর্থনৈতিক সঙ্কট অর্থাৎ নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের জাগতিক ও মনস্তাত্ত্বিক নানাবিধ সঙ্কট এবং তা থেকে মুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অবিরাম সংগ্রামের কথামালা এই গ্রন্থ। মধ্যবিত্তের জীবনের বড় একটি বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সচ্ছলতা অর্জনের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করা। মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতার প্রকৃতি উঠে এসেছে মো: মুস্তাফিজুর রহমানের এই উক্তির মধ্যে:

> "মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলেছে বিরামহীন, বিরতিহীন। কর্মহীন বেকারত্ব মুক্তির সাধনায় তারা সারাক্ষণ থেকেছে ঘর্মসিক্ত, কর্মচঞ্চল। কর্মসংস্থানের পরও শেষ হয় না তাদের জীবনসংগ্রাম। কর্মপ্রাপ্তির পরই সূচনা হয় সচ্ছলতা অর্জনের সংগ্রাম। কর্মচঞ্চল এই জীবনযুদ্ধে মধ্যবিত্ত নারীও যোগ দিয়েছে অমিত প্রেরণায়, সজীব সাগ্রহে" (রহমান, ২০০৯: ১৫০)।

মধ্যবিত্তের এই সংগ্রাম পরিস্ফুটিত হয়েছে সেলিনা হোসেনের *জলবতী মেঘের বাতাস* গ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্পে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 'বুকের ভেতর নদী', 'মৃত্যুর জন্য উৎসব', 'জ্যামিতিক ছকের বাইরে', 'আসিফ আহমদ বন্ধুবরেষু' প্রভৃতি গল্প। "প্রেমবঞ্চনা ও অন্তর স্পর্শহীন দাম্পত্যসম্পর্ক মধ্যবিত্তকে নিক্ষেপ করেছে নিঃসঙ্গতার দুঃসহ বিবরে। সংঘাতবিদীর্ণ পিতামাতার সম্পর্ক বিচ্ছেদে সন্তান হয়েছে মমতাবঞ্চিত, সঙ্গীবিহীন, নিঃসঙ্গতাবিদ্ধ" (রহমান, ২০০৯: ১৫০)। মধ্যবিত্তের জীবনের এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে সেলিনা হোসেনের 'অজবীথি', 'অনুভবের আলোয়', 'মুস্তফা মরেছে তাই', 'আসিফ আহমদ বন্ধুবরেষু' প্রভৃতি গল্পে। এ সম্পর্কে সমালোচক চঞ্চল কুমার বোসের এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

> "'জলবতী মেঘের বাতাস' (১৯৭৫) এবং 'মতিজানের মেয়েরা' (১৯৯৫) প্রভৃতি গ্রন্থে সেলিনা হোসেন শহরকেন্দ্রিক নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা, ব্যক্তিক ও পারিবারিক সঙ্কট, ছিন্নমূল ভাসমান মানুষের জীবিকার সঙ্কট প্রভৃতি জৈবনিক বাস্তবতার উদ্ভাসনে শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন" (বোস, ২০০৯: ২২৬)।

এই গ্রন্থে মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে গল্পকার কখনো কখনো রোমান্টিকতা ও আবেগময়তার পরিচয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সমালোচক চঞ্চল কুমার বোসের এই মন্তব্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

> "প্রথম পর্যায়ের গল্পসমূহে '('উৎস থেকে নিরন্তর', 'জলবতী মেঘের বাতাস' প্রভৃতি গ্রন্থে) সেলিনা হোসেন চরিত্রায়ণে রোমান্টিকতা-আশ্রয়ী, আবেগময় ও কল্পনা তরল। কাব্যময় ভাষার পরিচর্যায় কাহিনী বিন্যস্ত হওয়ায় গল্পের ফর্ম হয়ে উঠেছে গীতল, কবিতাস্পর্শী" (বোস, ২০০৯: ৩০৯)।

*Corresponding email: tuhin.bangla@bmu.edu.bd
প্রভাষক (বাংলা), বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি।

উদ্ধৃতি: হাসান, মোঃ তুহিন (২০২৫)। সেলিনা হোসেনের *জলবতী মেঘের বাতাস* গল্পগ্রন্থে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতার স্বরূপ। *জার্ণাল অব ইএলটি এন্ড এডুকেশন*, ৮(৪), ১৪১-১৪৫। https://doi.org/10.5281/zenodo.17177423

Copyright © *JEE, CARD, Hello-Teen, Dhaka, Bangladesh & Author(s)*
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

এই গ্রন্থের মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কে গবেষক সিরাজ সালেকিনও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন: "সেলিনা হোসেনের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'জলবতী মেঘের বাতাস' (১৯৭৫) নাগরিক মধ্যবিত্তের বিচিত্র মাত্রিক প্রত্যাশা-প্রাপ্তি-ব্যর্থতা; সংঘাত ও সংকট, বিচ্ছিন্নতাবোধ, মন ও মন মননের দ্বন্দ্ব, রতি ও আরতি, সর্বোপরি বিপন্ন অস্তিত্বের সর্বগ্রাসী হাহাকারের কথাশিল্প। গল্পগুলোর রচনাকাল ১৯৭০-১৯৭৪। গল্পকার তাঁর একান্ত পরিচিত পরিপার্শ্ব, মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ও স্পর্শকাতর হৃদয়ের ক্ষরণকে আলতো স্পর্শে ধারণ করতে সচেষ্ট" (সৈকত ও পারভীন, ২০১১: ২৩)।

'আসিফ আহমদ বন্ধুবরেষু' গল্পে নাগরিক জীবনে প্রেমহীনতা, প্রেমের ক্ষেত্রে সত্য ভাষণের অভাব ও অন্তসারশূন্যতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অর্থনৈতিক সংকট, নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ববোধ প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। শহুরে মধ্যবিত্তের জীবনে বিশ্বাস বা আস্থা, ভালোবাসা, সত্যভাষণ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের মতো বিষয়গুলোর অভাবে সম্পর্কের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ায় লাল নীল আলোর শহরে মানুষের জীবন ক্রমশ নিঃসঙ্গ দ্বীপে পরিণত হচ্ছে। তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখিকা এই গল্পের কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে। এখানে উত্তম পুরুষের বয়ানে এক নারী আসিফের প্রতি তার হৃদয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছে; যার মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক সঙ্কটময় নিঃসঙ্গ শহুরে জীবনের প্রকাশ ঘটেছে। আসিফ শিখাকে পছন্দ করতো কিন্তু ভালোবাসতো দীপিতাকে; আবার গল্পের কথক বা বান্ধবীর সঙ্গে আসিফের ঘনিষ্ঠ প্রেমময় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তারা কেউই সত্য ভাষণ করেনি:

> "আসিফ আমাকে বুঝতে পারেনি। অথবা আমি নিজেকে। কেননা আমরা দুজন কেউই কখনো সত্য ভাষণ করিনি। আমরা ভয় পেতাম। সত্যভাষণ নামক শব্দটিকে আমরা মনে করতাম পাপ। জাগতিক পৃথিবীর এমন একটি প্রচলিত ধারণাই আমাদের বিশ্বাস ছিলো না। আমরা গোঁজামিলের মানুষ। মিথ্যাচারে অভ্যস্ত" (হোসেন, ২০১৯: ১৩)।

আসিফ ও তার বান্ধবীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রেমময় সম্পর্ক থাকলেও সেটাকে সামাজিক স্বীকৃতি বা সাংসারিক রূপ দেয়ার কোনো চেষ্টা তারা করেনি। তারা সামাজিক রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করেছে। বান্ধবীর সঙ্গে প্রেমময় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও একই সময়ে আসিফ শিখাকে পছন্দ করেছে এবং দীপিতাকে ভালোবেসেছে; যা নৈতিকতা ও মূল্যবোধহীন জীবনচর্চার ইঙ্গিত দেয়। আসিফ অবশ্য জীবনে এদের কাউকে পায়নি, বিদেশে পাড়ি দিয়েছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মুক্ত পরিবেশে অবাধে জীবন-যৌবন উপভোগ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের সংস্পর্শে আমাদের নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রকাশ ঘটেছে আসিফ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে:

> "আমার শুধু তোমার কথা মনে পড়ে আসিফ! তুমি বলতে আমি যদি শৈশবটা রাশিয়ায় কাটাতে পারতাম, যৌবনটা আমেরিকা আর বার্ধক্যে বাংলাদেশে কি মজাই হতো? তোমার আকাঙ্ক্ষা আংশিক সত্য হয়েছে। তুমি এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার যৌবন-সুধা আকণ্ঠ পান করছো। বেশ কাটছে তোমার দিন না আসিফ?" (হোসেন, ২০১৯ : ১৯)।

আসিফের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পরও তার বান্ধবী সংসার নির্মাণ করেনি বরং আসিফের জন্য অপেক্ষা করেছে চরম একাকিত্বের সঙ্গে। চাকরির মাধ্যমে সে নিজেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করেছে। অন্যদিকে শিখা-অমল ও দীপিকা-ফরহাদের সংসারও টেকেনি, তাদের জীবনেও দেখা দিয়েছে ভালোবাসার শূন্যতা ও একাকিত্ব। এই নাগরিক মধ্যবিত্ত নারীর জীবনে একাকিত্ব ও মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক সঙ্কট। নিজেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হয়েছে দারিদ্র্যের। অর্থনৈতিক সঙ্কট, একাকিত্ব, অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত তথা স্মৃতিবিধুরতা প্রভৃতি অনুষঙ্গ কথকের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে যার প্রকাশ ঘটেছে তার এই উক্তিতে:

> "আমার ভেতরের ফাঁপা কাঠামোর মধ্যে পাম্পার দিয়ে অনবরত গ্যাস পোরা হচ্ছে। আমি এক অবয়বহীন শূন্যতায় ভাসার প্রস্তুতি নিয়েছি আসিফ। অথচ একটু বিশুদ্ধ বাতাস চাই। কেবল বিশুদ্ধ বাতাস। রমনা পার্কেও এখন কোন বাতাস নেই। মনে নেই তুমি আর আমি রমনা পার্কে হাওয়া খেতে যেতাম।... কি চমৎকার ঝিরঝিরে বাতাস বইতো। আঃ আসিফ আমার চারিদিকে এখন আর কোনো বাতাস নেই। একটুও না। আমি মরে যাচ্ছি আসিফ" (হোসেন, ২০১৯ : ২০)।

'গোলাপকে ভালবাসতে হলে' গল্পে শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত এক নারী ও পুরুষের সমর্পণের কাহিনি স্থান পেয়েছে। এ গল্পের নায়ক সুবর্ণ একজন চাকরিজীবী। ব্যক্তিত্ববান এই পুরুষ কারো কাছে নতজানু হতে চায় না। আর তাই শহরের এত মানুষের ভিড়েও সে নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে অফিসে নিক্সন, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, হলিউড, ভিয়েতনাম, অপর্ণা সেন, বিষ্ণু দে, ববিতাসহ বিচিত্র বিষয় নিয়ে কথা বললেও প্রায় সকল সময় সে নিঃসঙ্গতা ও ভাবনার জগতে ডুবে থাকে। মাঝে মাঝে জীবন থেকে পালানোর মত মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার পরিচয় তার মধ্যে দেখা যায়। অর্থ, অস্ত্র কিংবা নারী কারো কাছেই সমর্পণ করতে না চাইলেও গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই সুবর্ণ তার অফিসের রিসিপশনিস্ট নীপার কাছে সমর্পণ করেছে, ভালবাসার সন্ধান করেছে। এই যান্ত্রিক, ব্যস্ত, জটিল শহরে জনতার ভিড়ে এক তিল শান্তির জন্য হলেও নিজেকে প্রকাশ করার জন্য একজন ভালোবাসার মানুষ প্রয়োজন। কারণ সঙ্গীহীন জীবনযাপন করা মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন। আর তাই গল্পের শেষে সুবর্ণ ভালোবাসার কাছে নতজানু হয়েছে:

> "তুই অস্ত্রের কাছে নতজানু হয়েছিলি খালেদ আর আমি ভালোবাসার কাছে।
> তুই অস্ত্রের কাছে নতজানু হয়ে মরে গেছিস, আমি ভালোবাসার কাছে নতজানু হয়ে বেঁচে আছি" (হোসেন, ২০১৯: ৩০)।

এই গল্প সম্পর্কে সমালোচক আজহার ইসলামের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: "এ গল্পে সুবর্ণর ভাবনায় আন্তর্জাতিক নানা প্রসঙ্গের যে বিষয়গুলো দানা বাঁধে, একটি ভারসাম্যহীন মস্তিষ্ক থেকে তা উৎসারিত হলেও সেগুলো পাঠকের মনে অনেক কৌতুহল সৃষ্টি করতে পারে। সেলিনা হোসেনের বর্ণনায় নগর-চেতনাও বেশ সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে" (ইসলাম, ২০২১: ৪৪০)।

'অজবীথি' গল্পে শহরের এক মধ্যবিত্ত সংসারের ভাঙনের চিত্র উঠে এসেছে। আহমদ আঙ্কেলের সাথে মায়ের আড্ডা ও উচ্চ হাস্য-বাচ্য, আহমদ আঙ্কেলের চোখের চাহনি, বাবার অস্বস্তি, মা-বাবার দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি, মায়ের ঘর ছাড়া অর্থাৎ সংসারের ভাঙন কোন কিছু সম্পর্কে অবগত নয় শিশু পুত্র জোহা। তার জীবনে আগত অন্ধকারকে গল্পকার প্রতীকী বর্ণনার মাধ্যমে গল্পের শুরুতেই তুলে ধরেছেন। আহমেদ আঙ্কেল অনেক ধনী একজন মানুষ। তিনি সাদা গাড়ি হাঁকিয়ে জোহাদের বাড়িতে আসতেন সবসময়। তার উচ্চবিলাসী জীবন, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্যময় অবস্থা মুগ্ধ করেছিল জোহার মাকে; আর তাই সন্তানকে পড়ালেখা শিখে অনেক টাকা উপার্জন করার কথা বলেছে তার মা। জোহার মা ঘর ছাড়া হওয়ার পর জোহার বাবা যখন জোহাকে আদর করেছে তখন সে তার বাবাকে বলেছে একদিন সে অনেক বড় হবে, অনেক টাকা উপার্জন করবে এবং আহমেদ আঙ্কেলের মতো একটি সাদা গাড়ি তার বাবাকে কিনে দেবে। সন্তানের এমন কথাবার্তায় বিব্রতবোধ করেছে তার বাবা:

> "গতকাল বাবা ওকে জিজ্ঞেস করেছিলো, বড়ো হয়ে তুমি কি হবে? ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলো, আমি অনেক বড় হবো। অনেক টাকা করবো। তোমাকে একটা মস্ত গাড়ি কিনে দেবো। ঐ আহমদ আঙ্কেল যেমন মস্ত সাদা গাড়িতে চড়ে আসে।
> বাবার সুর কঠিন হয়েছিলো।
> -জোহা।
> ও ভয় পেয়েছিলো। প্রথমে বাবার চোখের দিকে তাকাতে পারেনি।
> -অনেক টাকা দিয়েতো মানুষ হওয়া যায় না বাবা। অনেক টাকা হলে মানুষ অমানুষ হয়" (হোসেন, ২০১৯: ৫২)।

অনেক টাকা থাকলেই মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মনুষ্যত্ব। কিন্তু শহরের উচ্চবিত্তের লাইফ স্টাইল ও ভোগ বিলাসী জীবন দেখে অনেক মধ্যবিত্ত উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠে, যার ফল শুভ হয় না। বরং অনেক মধ্যবিত্ত সংসারে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়, সংসার ভেঙে যায়, সন্তানের জীবনে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের এই দিকটি গল্পকার এ গল্পে তুলে ধরেছেন।

'জ্যামিতিক ছকের বাইরে' গল্পে এক শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতা রূপায়িত হয়েছে। অসৎ সমাজের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক মাহমুদ যুদ্ধ করেছে। জীবনে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুপারিশ ছাড়া চাকরি না হওয়া, সুপারিশের মাধ্যমে চাকরিপ্রাপ্তি, চাকরিপ্রাপ্তির ফলে সৃষ্ট মানসিক যন্ত্রণা-গ্লানি-অস্থিরতা-দোলাচল; সবশেষে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে চাকরি থেকে পদত্যাগের মাধ্যমে এই আপোসহীন যুবকের বলিষ্ঠ মানসিকতা ও সততার বিজয় ঘোষিত হয়েছে। এমএ পাস করা এই যুবকের সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কারো সুপারিশ ছাড়া চাকরি হয়নি। একপ্রকার বাধ্য হয়েই মানবিক গুণাবলিহীন অর্থলোভী মামার সুপারিশে সে একটি চাকরি পেয়েছে। কিন্তু চাকরিতে যোগদান করার পর তার মধ্যে মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। বিবেকের দংশনে বারবার মনে হয়েছে এ চাকরি তার নিজের যোগ্যতায় হয়নি, অশিক্ষিত টাকাওয়ালা মামার সুপারিশে হয়েছে। জটিল নাগরিক জীবনে যেখানে একটি চাকরির ব্যবস্থা করা দুরূহ ব্যাপার সেখানে একটি চাকরির ব্যবস্থা হলেও সেটাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি মাহমুদ। বরং সে অসুস্থবোধ করেছে, ভবিষৎ জীবন ও স্বপ্ন নিয়ে অস্থিরতা অনুভব করেছে, ঘুমাতে পারেনি, কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারেনি অর্থাৎ মানসিক দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে:

> "স্বপ্নের কথা। আগামী দিনের সুখের কথা। কতো আবোলতাবোল ভাবনা। আমি কিছু বলতে পারলাম না। আমার মাথার মধ্যে কে যেন বসে বসে ঠুকঠাক পেরেক ঠুকে অনবরত কাজ করছে। একটুও এদিক ওদিক করবার জো নেই। রোববার সারা সকাল শুয়ে শুয়ে কাটালাম। রাতে দু'বড়ি ম্যানড্রেক্স খেয়েছিলাম। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। না ঘুম, না জাগরণ। কেবল খানিকটা আচ্ছন্ন করে রাখে। নিজের উপর আর কোন ক্ষমতা থাকে না" (হোসেন, ২০১৯: ৩৮)।

একদিকে রয়েছে তার চাকরি ছেড়ে দিলে প্রেমিকা নীলার সঙ্গে বিয়ে-সংসার পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং মা বোন ও তার নিজের জীবন অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ার দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে আপোস করে চাকরি করার তীব্র মানসিক যন্ত্রণা। এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজেছে মাহমুদ। নীলা প্রকৃত অর্থেই তাকে ভালবেসেছে। আর তাই মাহমুদ চাকরি ছাড়লে তাদের জীবনে জটিলতা সৃষ্টির তীব্র সম্ভাবনা থাকলেও মাহমুদকে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় চাকরি ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে। আর তাই সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি খুঁজে পেয়েছে। জীবনের জটিলতম পরিস্থিতিতে গতানুগতিক চিন্তাভাবনা বা জ্যামিতিক ছকের বাইরে গিয়ে সততা, ন্যায় ও মূল্যবোধ ধারণ করে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার মধ্য দিয়ে মাহমুদ ব্যক্তিত্ববান হয়ে উঠেছে এবং প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছে:

> "আমরা রাস্তায় নেমে হাঁটতে লাগলাম। আমি একনাগাড়ে বকে যাচ্ছি। আবোল-তাবোল। কতো কি যেন। মনে হচ্ছিলো হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ারের অর্গল ভেঙ্গে দিয়েছি। মুক্ত প্রাণের আবেগ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর নীলা হেসে ফেললো। বলল, এবার থামো। বুঝেছি তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছো" (হোসেন, ২০১৯: ৪১)।

'মৃত্যুর জন্য উৎসব' গল্পে কর্মহীন রিজিয়ার সংগ্রাম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাগরিক জীবনে মধ্যবিত্তের কর্ম প্রাপ্তির প্রচেষ্টা, ব্যর্থতা ও পরাজয় স্বীকার; স্কুল শিক্ষিকা সীমার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের হতাশাগ্রস্থ জীবন ও অভাব অনটন এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও বিচিত্র চিন্তার মাধ্যমে শহরের মধ্যবিত্তের জীবনের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এই গল্পটিতে মূলত কেন্দ্রীয় চরিত্র তার হতাশাগ্রস্থ বান্ধবী স্কুল শিক্ষিকা সীমাকে উদ্দেশ্য করে একটি পত্র লিখেছে এবং সেখানে মধ্যবিত্ত জীবনের নানা অনুষঙ্গ উঠে এসেছে। শহরের এই জটিল জীবনে টিকে থাকার সংগ্রামে মানুষের শরীর ও মন প্রতিনিয়ত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ও রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর জন্য ভ্যালিয়াম সেবন করেছে সীমা:

> "রাতে ঘুম হয় না বলে তুমি যে ভ্যালিয়াম খাও তাও আমার সহ্য হয় না। নিজের শক্তিতে যখন বিশ্বাস থাকে না তখন মানুষ অন্যত্র আশ্রয় খোঁজে। তুমি এখন তাদের দলে সীমা। নিজের ওপর থেকে সব বিশ্বাস হারিয়েছো। বিশ্বাস হারিয়ে একটা

> ঠুনকো ফাঁপা মানুষের পরিণত হয়েছো। আমার কথা শুনে তুমি চটে ওঠো। বলো চারিদিকের অবস্থা দেখতে পাচ্ছো না? দেখছো না নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে? ক্ষয়ে যাচ্ছে ফুসফুসের শক্তি" (হোসেন, ২০১৯: ৫৬)।

টিকে থাকার এই সংগ্রামে যেন প্রাণের কোন উত্তাপ নেই। নাগরিক জীবনের কাছে মানুষের যে প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা তা অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ হচ্ছে না। সীমার ভ্যালিয়াম খাওয়ার রূপকে শহরের মানুষের ঠুনকো, ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য জীবনকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'গোলাপকে ভালবাসতে হবে' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রও এই শহর জীবনের মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ও শান্তিপূর্ণ ঘুমের জন্য ভ্যালিয়াম সেবন করেছে। চতুর্দিকের ক্লান্তি, গ্লানি ও হতাশার মধ্যেও এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আশাবাদী থাকার চেষ্টা করেছে, সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখেছে, নিজেকে মানসিকভাবে শক্ত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে রিজিয়া নামের মেয়েটির চাকরির জন্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাওয়া এবং রাস্তায় হতাশাগ্রস্থ এক ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখা অর্থাৎ যুবশক্তিকে সমাজের কাজে লাগাতে না পারার ব্যর্থতা তার মনোজগতে বিভিন্ন চিন্তার সৃষ্টি করেছে। আর তাই জীবনের দায় থেকে সে মুক্তি খুঁজেছে। শহরের এই জনারণ্যের মধ্যে হাঁসের মতো হারিয়ে যেতে চেয়েছে সে; যেখানে ঝাড়া দিলেই হৃদয়ের পাখনা থেকে গ্লানির জল গড়িয়ে পড়বে।

সদ্য হয়ে ওঠা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযন্ত্রণার চিত্র উঠে এসেছে সীমা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সময়ের জটিল পরিক্রমায় নিজেকে শক্তভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য যে প্রচণ্ড সাধনা দরকার বা সাহসিকতার সাথে জীবনকে মোকাবেলা করা দরকার তা এ নারীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে তার হৃদয়ে হতাশা, ব্যর্থতা, ভয় বাসা বেঁধেছে। অন্যদিকে রিজিয়া নামের মেয়েটিও সাহসিকতার সঙ্গে জীবনকে মোকাবেলা করেনি। এদিক থেকে তাদের দুজনের মধ্যেই সামঞ্জস্য রয়েছে। জীবনকে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা না করে রিজিয়া মৃত্যুবরণ করেছে। জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রাণ ত্যাগের পক্ষে গল্পকার নন, মৃত্যুকে তিনি এভাবে গ্রহণ করতে রাজি নন। এরূপ মৃত্যুতে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। প্রতিনিয়ত কত মধ্যবিত্ত শারীরিক বা মানসিকভাবে মৃত্যুবরণ করছে তার খোঁজ সমাজ রাখে না। গল্পকার এই মৃত্যুর জন্য আমাদের জীবনব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকেই অঙ্গুলি তুলেছেন:

> "ও মরে বেঁচেছে কিনা জানি না, তবে সমস্যার সমাধান হয়নি। এমনি করেই আমাদের মরতে হবে সীমা। না এ ফ্রাসট্রেশনের কথা নয়। মারপ্যাঁচহীন সোজা সহজ মন্তব্য। আমরা এ মৃত্যুর বিচার চেয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে পারবো না। আমরা চিৎকার করে সমস্ত শহরটার গতি স্তব্ধ করে দিতে পারবো না সীমা, এমনি নিঃশব্দে একদিন নিজেকে মৃত্যুর কোলে সঁপে দিতে হবে। প্রচণ্ড খবরের বিস্ফোরণে থামিয়ে দিতে পারি না রাজপথে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি, কারখানার মেশিনের চাকা, দূতাবাসের কূটনৈতিক কাজকর্ম, জনগণের ভাগ্যনিয়ন্তা সমস্ত ক্ষমতাবান পুরুষদের ষড়যন্ত্র" (হোসেন, ২০১৯: ৬৩)।

'মুস্তফা মরেছে তাই' গল্পে মধ্যবিত্ত এক পুরুষের নিঃসঙ্গ জীবন ও মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কটের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। মুস্তফা শৈশবে মাকে হারিয়েছে। যখন তার বয়স ছয় বছর তখন তার মা অন্য পুরুষের হাত ধরে বাবার সংসার ত্যাগ করেছে। মায়ের এহেন কর্মকাণ্ড মাতৃস্নেহ বঞ্চিত মুস্তফার মনস্তত্ত্বে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাই প্রাপ্তবয়স্ক হলে সে কোন নারীকে বিশ্বাস করতে পারেনি। এ কারণে মিনু যখন তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছে তখন তার ভেতরে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও চরম অবহেলায় মিনুকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে মনে প্রাণে মিনুকে প্রত্যাশা করেছে, নিদ্রার ঘোরে মিনুর নাম ধরে ডেকেছে অথচ মিনু কাছে আসতে চাইলে তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। মুস্তফার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং বাহ্যিক আচরণের মধ্যকার এই অসামঞ্জস্যতা বোধগম্য হয় নি, বরং প্রতারণা মনে হয়েছে তার বন্ধু বোরহানের কাছে:

> "অন্তরে মিনুকে লালন করে। মিনুকে স্বপ্ন দেখে। অবচেতন মনে মিনুর সঙ্গ কামনা করে। মিনুর নাম ধরে ডাকে। অথচ বাস্তবে স্বীকার করে না। এ প্রতারণার অর্থ কি?... তবে কি মুস্তফা দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছে? নিজে যা বিশ্বাস করে না বলে জীবনের গণ্ডি সীমিত করে তুলেছিলো, কবিতায় তার উল্টো কথা বলেছে? কেমন করে এমন স্ববিরোধী হলো মুস্তফা? কেমন করে সম্ভব?" (হোসেন, ২০১৯: ৬৯-৭০)।

আপাতদৃষ্টিতে জীবনকে উপেক্ষা করে বাঁচতে চেয়েছে মনে হলেও প্রকৃত অর্থে সে জীবনবাদী। যার প্রকাশ ঘটেছে তার কবিতা ও লেখালেখিতে; বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে আলবদরদের হাতে শহিদ হওয়ার পর যখন তার কবিতা ও লেখালেখি আলোচনায় এসেছে তার মাধ্যমে। শৈশবে ঘটে যাওয়া মারাত্মক একটি ঘটনা, শৈশব থেকেই মাতৃস্নেহহীন জীবনযাপনের ভয়ঙ্কর প্রভাব এবং মা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা মুস্তফাকে এরূপ দ্বৈত আচরণ করতে বাধ্য করেছে। গল্পকার মুস্তফা চরিত্রের মাধ্যমে মধ্যবিত্তের জটিল মনস্তত্ত্ব ও দ্বৈত আচরণকে চিত্রায়িত করেছেন।

'বুকের ভেতর নদী' গল্পে শহরের শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী নবদম্পতির সঙ্কটাপন্ন জীবন ও যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের পাশাপাশি অনাবিল শান্তিময় ছোট্ট একটি নীড়ের প্রত্যাশা প্রকাশিত হয়েছে। এই নবদম্পতি অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ঢাকা শহরে ছোট একটি বাসা নিয়ে একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করতে পারেনি। স্বামী ঢাকা শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছোট একটি ম্যাচে ব্যাচেলরের মতো জীবনযাপন করেছে। অন্যদিকে স্ত্রী খুলনা শহরে বাবার গৃহে থেকে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেছে। দুজন দু প্রান্তে অবস্থান করায় তাদের বুকের মধ্যে বেদনার নদী বয়ে চলেছে। অভাব অনটনের কারণে স্ত্রীর মনে ভালোবাসা শব্দটি শিথিল হতে শুরু করেছে। অন্যদিকে স্বামী তার হৃদয়ে ভালোবাসা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। তার মনে হয়েছে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মত বাঁশি বাজিয়ে জীবন থেকে সমস্ত দুঃখকে যদি দূরে কোনো পাহাড়ে ফেলে আসা যেতো তাহলে হয়তো জীবনে শান্তি ফিরে আসতো। শিক্ষিত এই নিম্ন মধ্যবিত্তকে আশায় বাঁচিয়ে রেখেছে; এই স্বপ্ন বা আশার প্রকাশ ঘটেছে এই অংশের মধ্যে:

> "জানো নীতু, ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার কি মনে হয়? মনে হয় এ রাস্তার শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা ঘর আছে। সে ঘরে ঘাস ভর্তি উঠোন আছে। উঠোনে সন্ধ্যামালতি ফুল ফোটে। লাল ডুরে পরা টুকটুকে বউ আছে ঘরে। ঘরের মধ্যে প্রদীপ জলে। সেই ঘরে তোমাকে কল্পনা করে আমি ভীষণ সুখ পাই" (হোসেন, ২০১৯: ৯০)।

'অনুভবের আলোয়' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র বারীর মানসিক যন্ত্রণা প্রকট হয়ে উঠেছে। বারীর বয়স যখন দুই বছর তখন বাবা তার গ্রামের মাকে ত্যাগ করে তাকে নিয়ে ঢাকা শহরে এসেছে। ঢাকা শহরের সুন্দরী এক নারীকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। এখন বারী চৌদ্দ বছরের কিশোর। সৎ মায়ের সংসার, বৈমাত্রেয় ভাই-বোন, বাবার অবহেলা ইত্যাদি তাকে অসহায়ত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দুই বছর বয়স থেকে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় নিজের মায়ের মুখের ঝাপসা কোন প্রতিচ্ছবিও সে মনে করতে পারেনি। সৎ মায়ের সৌন্দর্য বা আচরণ কোন কিছুই তাকে মুগ্ধ করতে পারেনি, বরং সৎ মায়ের বিপরীতে গ্রামের অবহেলিত মায়ের অসহায়ত্ব তাকে পীড়িত করেছে। আর তাই এই জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা জেগেছে তার মধ্যে। যেখানে বাবার অবহেলা নেই, নতুন মায়ের উদাসীনতা নেই, কর্মের কোন দায়ভার নেই, সেখানে হারিয়ে যেতে চেয়েছে সে। তখন সারাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল হয়েছিলো। পূর্ব বাংলার উপর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও নির্যাতন বারীর মনোজগতকে নাড়া দিয়েছে। গ্রামের মাকে অবহেলা ও অবজ্ঞা সহকারে বাবার পরিত্যাগ করাকে এই ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে সে। তার মধ্যে প্রতিরোধের ইচ্ছা জেগেছে:

> "বাবার মুখে শোষণের কথা শুনলে বারীর হাসি পায়। ঈদগাঁ গ্রামের ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে মার কথা মনে পড়ে। বারীর চেতনা ধাক্কা খায়। বাবা-বাবা তো পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর মতো তার পূর্ববাংলার মাকে পরম অবহেলায় ছুড়ে ফেলেছে। মার বিক্ষত বুকের মতো-নিপীড়িত আত্মার মতো পূর্ব বাংলা। বারীর মনে হলো ও ইচ্ছে করলেই বাবাকে খুন করতে পারে। একটা ভয়ানক অনুভূতি শিরশিরিয়ে যায়। ঝিম ধরে থাকে পেশী। মার মুখটা আবছা হয়ে যায়" (হোসেন, ২০১৯: ৮৫)।

গল্পকার এখানে বারীর ব্যক্তি জীবনের অনুভূতি ও ঘটনাকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে একীভূত করেছেন। এ সম্পর্কে মুহম্মদ হায়দার বলেন: "এই গল্পে ব্যক্তিক বিদ্রোহ ও জাতীয় সংগ্রাম একাত্ম হয়ে উঠেছে। আর ব্যক্তি তার অস্তিত্বের অনুভবে যখন জাতীয় অস্তিত্বকে অনুভব করে তখন উদ্দীপনা ও আবেগের সততায় সেই বিদ্রোহ অনেক বেশি চঞ্চল ও দৃঢ় হয়" (সৈকত ও পারভিন, ২০১১: ২৩১)।

'স্বর্ণচাঁপা' মধ্যবিত্ত জীবনের একটি প্রেমের গল্প। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে বিচ্ছেদের গল্প এটি। গল্পের শিক্ষিত যুবক মামুন স্বর্ণচাঁপার মত মেয়ে সুপর্ণাকে ভালোবাসে। কিন্তু কোনদিনই মুখে বলার সাহস হয়নি মামুনের। তবে তার খাতার উপর হিজিবিজি লেখা ও কাটাকাটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সে ভালোবাসা। স্বর্ণচাঁপা ফুলের গন্ধ মামুনের খুব পছন্দ। তাই প্রতি বছর বৈশাখ মাসে সে স্বর্ণচাঁপা ফুল পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রাখে। মামুন যখন এমএসসি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র তখন সুপর্ণার শিহাবের সাথে বিয়ে হয়ে যায়। ফলে সুপর্ণাকে আর পাওয়া হয়ে ওঠেনি মামুনের। কিন্তু সুপর্ণার প্রতি ভালোবাসা তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার। মুক্তিযুদ্ধকালে মিলিটারিদের হাতে শিহাব নিহত হয়েছে; যার প্রভাব পড়েছে সুপর্ণার জীবনে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মামুন ফিরে এসে সুপর্ণার সাথে জীবনকে নতুনভাবে শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তাতে সাড়া দেয়নি সুপর্ণা। ফলে তার মধ্যে অপ্রাপ্তিজনিত হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।

সেলিনা হোসেন সূক্ষ্মতার সঙ্গে 'জলবতী মেঘের বাতাস' গল্পগ্রন্থে শহরের মধ্যবিত্তের জীবনকে রূপায়ণ করেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি নিপুণতার সঙ্গে এখানে চিত্রিত করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে 'জলবতী মেঘের বাতাস' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতার স্বরূপ বিস্তৃতভাবে উন্মোচনের প্রয়াস করা হয়েছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র সঙ্কট এবং স্বচ্ছ অনাবিল শান্তিময় জীবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার চিত্রাঙ্কনে সেলিনা হোসেন যে সহানুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তা অনন্যসাধারণ।

তথ্যসূত্র

হোসেন, সেলিনা। ২০১৯। *জলবতী মেঘের বাতাস*। প্রিয় বাংলা প্রকাশন, ঢাকা।

রহমান, মোঃ মুস্তাফিজুর। ২০০৯। *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ*, প্রথম প্রকাশ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বোস, চঞ্চল কুমার। ২০০৯। *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ইসলাম, আজহার। ২০২১। *বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*। অনন্যা, ঢাকা।

হোসেন, মোহাম্মদ জাহিদ। ১৯৯৭। *বাংলাদেশের ছোটগল্প: জীবন ও সমাজ, প্রথম প্রকাশ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈকত, ফজলুল হক ও পারভিন, জান্নাতুল (সম্পা.)। ২০১১। *কথা নির্মাতা সেলিনা হোসেন*। নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা।

The author declares the originality of the paper.
The journal authority is not accountable for any estimations of the author presented in the article.